মিরানা ইসলাম
সহকারী শিক্ষক
চুকনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়
ডুমুরিয়া, খুলনা

চুকনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়
বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা
অধ্যায়ঃ তৃতীয়
প্রাচীন বাংলার জনপদ
শ্রেণিঃ ৯ম/১০ম

❈ প্রাচীন সীমারেখা ও বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য

১. **প্রশ্ন:** প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় কী ঘটেছে?
উত্তর: অনেকবার রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে।
২. **প্রশ্ন:** কোন বাংলায় অনেকবার রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে?
উত্তর: আঞ্চলিক বাংলায়।
৩. **প্রশ্ন:** রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে কী পরিবর্তন হয়েছে?
উত্তর: বাংলার সীমারেখার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।
৪. **প্রশ্ন:** বাংলার সীমারেখার পরিবর্তনের সঙ্গে কোন বিষয়টি সম্পর্কিত?
উত্তর: রাজনৈতিক পালাবদল।

❈ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান

১. **প্রশ্ন: বাংলাদেশের উত্তরে কী রয়েছে?**
উত্তর: বিশাল হিমালয় পর্বতমালা।
২. **প্রশ্ন: বাংলাদেশের দক্ষিণে কী রয়েছে?**
উত্তর: বঙ্গোপসাগরের বিশাল নীল জলরাশি।
৩. **প্রশ্ন: বাংলাদেশের উত্তর দিকে কোন পর্বতমালা রয়েছে?**
উত্তর: হিমালয় পর্বতমালা।
৪. **প্রশ্ন: বাংলাদেশের দক্ষিণ দিকে কোন জলভাগ রয়েছে?**
উত্তর: বঙ্গোপসাগর।
৫. **প্রশ্ন: হিমালয় পর্বতমালা বাংলাদেশের কোন দিকে অবস্থিত?**
উত্তর: উত্তরে।
৬. **প্রশ্ন:** বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের কোন দিকে অবস্থিত?
উত্তর: দক্ষিণে।
৭. **প্রশ্ন: বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের জলরাশি কেমন?**
উত্তর: বিশাল নীল জলরাশি।
৮. **প্রশ্ন: বাংলাদেশের বাকি সীমারেখা কোন দেশ ঘিরে রেখেছে?**
উত্তর: ভারত।
৯. **প্রশ্ন: মিয়ানমার বাংলাদেশের কোন দিকে অবস্থিত?**
উত্তর: দক্ষিণ-পূর্বে।
১০. **প্রশ্ন: বাংলাদেশের অধিকাংশ সীমারেখা কোন দেশ ঘিরে রেখেছে?**
উত্তর: ভারত।
১১. **প্রশ্ন: বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল কেমন?**
উত্তর: সমভূমি।
১২. **প্রশ্ন: বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম প্রধান দিক কী?**
উত্তর: অধিকাংশ অঞ্চল সমভূমি।

১৩. প্রশ্ন: বাংলাদেশের বুকজুড়ে কী ছড়িয়ে আছে?
উত্তর: অসংখ্য নদ-নদী ও খাল-বিল।

১৪. প্রশ্ন: বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম উপাদান কী?
উত্তর: নদ-নদী ও খাল-বিল।

১৫. প্রশ্ন: বাংলাদেশের মূল নদ-নদীগুলোর নাম কী?
উত্তর: পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, তিস্তা ও করতোয়া।

১৬. প্রশ্ন: বাংলাদেশের মূল নদ-নদীর সংখ্যা কতটি?
উত্তর: ছয়টি।

❋ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও মানুষের জীবন

১. প্রশ্ন: মানুষের জীবনাচরণ ও ইতিহাসের ওপর কোন বিষয়ের প্রভাব অপরিসীম?
উত্তর: ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের।

২. প্রশ্ন: ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য মানুষের কোন দুটি বিষয়ের ওপর প্রভাব ফেলে?
উত্তর: জীবনাচরণ ও ইতিহাসের ওপর।

৩. প্রশ্ন: কোনো দেশের ইতিহাস কিসের দ্বারা প্রভাবিত হয়?
উত্তর: সে দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা।

৪. প্রশ্ন: পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনধারায় কেন বৈচিত্র্য দেখা যায়?
উত্তর: ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের কারণে।

৫. প্রশ্ন: কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়?
উত্তর: জীবনধারা ও আচার-আচরণে।

❋ নদীপথ ও যোগাযোগ

১. প্রশ্ন: বাংলাদেশের যোগাযোগের একটি বড় মাধ্যম কী?
উত্তর: নদীপথ।

২. প্রশ্ন: বাংলাদেশের মালামাল পরিবহনের একটি বড় মাধ্যম কী?
উত্তর: নদীপথ।

৩. প্রশ্ন: বাংলাদেশের নদীপথ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার অন্যতম কারণ কী?
উত্তর: বিশাল সমভূমি ও প্রচুর নদ-নদী থাকা।

৪. প্রশ্ন: যোগাযোগ ও মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কোন পথ গুরুত্বপূর্ণ?
উত্তর: নদীপথ।

৫. প্রশ্ন: বাংলাদেশের যোগাযোগ ও মালামাল পরিবহনের বড় মাধ্যম হওয়ার ক্ষেত্রে কী কী ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ভূমিকা রেখেছে?
উত্তর: বিশাল সমভূমি ও প্রচুর নদ-নদী।

৬. প্রশ্ন: কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠার কারণ কী?
উত্তর: উর্বর ভূমি।

৭. প্রশ্ন: বাংলাদেশের ভূমি কেমন?
উত্তর: উর্বর।

৮. প্রশ্ন: উর্বর ভূমি কোন ধরনের সমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে?
উত্তর: কৃষিভিত্তিক সমাজ।

---------o---------

❋ আবহাওয়া, ঋতুবৈচিত্র্য ও সংগ্রামী মানুষ

১. **প্রশ্ন: বাংলাদেশের আবহাওয়া কেমন?**
উত্তর: নাতিশীতোষ্ণ।
২. **প্রশ্ন: বাংলাদেশের মানুষকে কিসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়?**
উত্তর: ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে।
৩. **প্রশ্ন: বাংলাদেশের মানুষকে ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় কেন?**
উত্তর: ঋতুবৈচিত্র্যের কারণে।
৪. **প্রশ্ন: ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে বাংলাদেশের মানুষ কেমন হয়ে ওঠে?**
উত্তর: সংগ্রামী।
৫. **প্রশ্ন: বাংলাদেশের মানুষকে সংগ্রামী করে তুলেছে কী?**
উত্তর: ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে মোকাবিলা।
৬. **প্রশ্ন: বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামী হওয়ার সঙ্গে কোন ভৌগোলিক বিষয়টি সম্পর্কিত?**
উত্তর: ঋতুবৈচিত্র্য ও ঝড়-জলোচ্ছ্বাস।

---------০---------

❋ খাদ্য, পোশাক ও ঘর-বাড়ি

১. **প্রশ্ন: ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বাংলার অধিবাসীদের কোন কোন বিষয়কে প্রভাবিত করেছে?**
উত্তর: স্বভাব-চরিত্র, খাদ্য তালিকা, পোশাক ও ঘর-বাড়ি।

---------০---------

❋ প্রতিরক্ষায় প্রাকৃতিক অবস্থানের ভূমিকা

২. **প্রশ্ন: প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে বাংলার মানুষকে কী সুবিধা দিয়েছে?**
উত্তর: বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক অবস্থান।
৩. **প্রশ্ন: বাংলার প্রাকৃতিক অবস্থান কেমন?**
উত্তর: বৈচিত্র্যময়।

৪. নদ-নদী ও বিদেশি শক্তি

৫. **৭৪। প্রশ্ন: কোন প্রাকৃতিক উপাদান বাংলাকে বিদেশি শক্তির দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছিল?**
উত্তর: নদ-নদী।
৬. **৭৮। প্রশ্ন: বিদেশি শক্তির দৃষ্টি কেমন ছিল?**
উত্তর: লোভাতুর।

❋ পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ২০টি প্রশ্ন

১. প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় কী ঘটেছে?
⟶ অনেকবার রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে।

২. রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে কী পরিবর্তন হয়েছে?
⟶ বাংলার সীমারেখার পরিবর্তন হয়েছে।

৩. বাংলাদেশের উত্তরে কী রয়েছে?
⟶ হিমালয় পর্বতমালা।

৪. বাংলাদেশের দক্ষিণে কী রয়েছে?
⟶ বঙ্গোপসাগর।

৫. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে কোন দেশ রয়েছে?
⟶ মিয়ানমার।

৬. বাংলাদেশের বাকি সীমারেখা কোন দেশ ঘিরে রেখেছে?
⟶ ভারত।

৭. বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল কেমন?
⟶ সমভূমি।

৮. বাংলাদেশের বুকজুড়ে কী ছড়িয়ে আছে?
⟶ অসংখ্য নদ-নদী ও খাল-বিল।

৯. বাংলাদেশের উল্লেখিত মূল নদ-নদী কয়টি?
⟶ ছয়টি।

১০. বাংলাদেশের মূল নদ-নদীর নাম কী?
⟶ পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, তিস্তা ও করতোয়া।

১১. মানুষের জীবনাচরণ ও ইতিহাসের ওপর কিসের প্রভাব অপরিসীম?
⟶ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের।

১২. বাংলাদেশের যোগাযোগের একটি বড় মাধ্যম কী?
⟶ নদীপথ।

১৩. বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠার কারণ কী?
⟶ উর্বর ভূমি।

১৪. বাংলাদেশের আবহাওয়া কেমন?
⟶ নাতিশীতোষ্ণ।

১৫. বাংলাদেশের মানুষকে কিসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়?
⟶ ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে।

১৬. ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাংলাদেশের মানুষ কেমন হয়ে ওঠে?
⟶ সংগ্রামী।

১৭. বাংলার অধিবাসীদের খাদ্য, পোশাক ও ঘর-বাড়ি কী দ্বারা প্রভাবিত?
⟶ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা।

১৮. প্রাকৃতিক অবস্থান বাংলার মানুষকে কোন ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা দিয়েছে?
⟶ প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে।

১৯. বাংলাকে বিদেশি শক্তির দৃষ্টি থেকে কে আড়াল করে রেখেছিল?
⟶ নদ-নদী।

২০. নদ-নদী বাংলাকে কার লোভাতুর দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছিল?
⟶ বিদেশি শক্তির লোভাতুর দৃষ্টি থেকে।

--------o--------

❊ জনপদ — জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

১। প্রশ্ন: প্রাচীন যুগে বাংলা কি বর্তমান বাংলাদেশের মতো একক ও অখণ্ড ছিল?
উত্তর: না, প্রাচীন যুগে বাংলা বর্তমান বাংলাদেশের মতো একক ও অখণ্ড ছিল না।

২। প্রশ্ন: সাম্রাজ্যভিত্তিক বা কেন্দ্রীয়শাসন শুরু হওয়ার আগে বাংলা কীভাবে শাসিত হতো?
উত্তর: বাংলা ছোট ছোট অনেকগুলো অংশে বিভক্ত ও স্থানীয়ভাবে শাসিত হতো।

৩। প্রশ্ন: প্রাচীন বাংলার কৃষিনির্ভর ছোট ছোট জনবসতিগুলোকে কী বলা হয়?
উত্তর: জনপদ বলা হয়।

-----------o----------

❊ গৌড় — জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১। প্রশ্ন: ষষ্ঠ শতকে বাংলার কোন অংশে গৌড় জনপদ গড়ে ওঠে?
উত্তর: বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশে গৌড় জনপদ গড়ে ওঠে।

২। প্রশ্ন: গৌড় জনপদ পরে কী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে?
উত্তর: গৌড় জনপদ পরে একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

৩। প্রশ্ন: সপ্তম শতকে শশাঙ্ককে কী বলা হতো?
উত্তর: সপ্তম শতকে শশাঙ্ককে গৌড়রাজ বলা হতো।

৪। প্রশ্ন: গৌড়ের রাজধানীর নাম কী ছিল?
উত্তর: গৌড়ের রাজধানীর নাম ছিল কর্ণসুবর্ণ।

৫। প্রশ্ন: গৌড়ের অবস্থান বর্তমান ভারতের কোন জেলায় ছিল?
উত্তর: গৌড়ের অবস্থান বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় ছিল।

৬। প্রশ্ন: বাংলায় তুর্কি বিজয়ের কিছু আগে মালদহ জেলার কোন স্থানকে গৌড় বলা হতো?
উত্তর: মালদহ জেলার লক্ষণাবতীকে গৌড় বলা হতো।

-----------o----------

❊ বঙ্গ জনপদ

১. প্রশ্ন: বঙ্গ কেমন ধরনের জনপদ?
উত্তর: বঙ্গ একটি অতি প্রাচীন জনপদ।

২. প্রশ্ন: বর্তমান বাংলাদেশের কোন দিকে বঙ্গ জনপদ গড়ে উঠেছিল?
উত্তর: বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বঙ্গ জনপদ গড়ে উঠেছিল।

৩. প্রশ্ন: বঙ্গ জনপদে কারা বাস করত বলে অনুমান করা হয়?
উত্তর: বঙ্গ নামে একটি জাতি বাস করত বলে অনুমান করা হয়।

৪. প্রশ্ন: বঙ্গ জনপদ নামটি কীভাবে পরিচিতি লাভ করে?
উত্তর: বঙ্গ নামে একটি জাতি এখানে বাস করত বলে জনপদটি 'বঙ্গ' নামে পরিচিতি লাভ করে।

৫. প্রশ্ন: প্রাচীন শিলালিপিতে বঙ্গের কয়টি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়?
উত্তর: বঙ্গের দুটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়।

৬. প্রশ্ন: বঙ্গের দুটি অঞ্চলের নাম কী?
উত্তর: বিক্রমপুর ও নাব্য।

৭. প্রশ্ন: বিক্রমপুর কোন জনপদের একটি অঞ্চল ছিল?
উত্তর: বিক্রমপুর বঙ্গ জনপদের একটি অঞ্চল ছিল।

৮. প্রশ্ন: বঙ্গ জনপদের অন্য একটি অঞ্চলের নাম কী?
উত্তর: নাব্য।

৯. প্রশ্ন: ঢাকা কোন প্রাচীন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
উত্তর: ঢাকা বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১০. প্রশ্ন: ময়মনসিংহ কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
উত্তর: ময়মনসিংহ বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১১. প্রশ্ন: ফরিদপুর কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
উত্তর: ফরিদপুর বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১২. প্রশ্ন: বাখেরগঞ্জ কোন প্রাচীন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
উত্তর: বাখেরগঞ্জ বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৩. প্রশ্ন: পটুয়াখালি কোন প্রাচীন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
উত্তর: পটুয়াখালি বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৪. প্রশ্ন: বঙ্গ রাজ্যে কতজন রাজার নাম পাওয়া যায়?
উত্তর: পাঁচজন রাজার নাম পাওয়া যায়।

১৫. প্রশ্ন: বঙ্গ রাজ্যের প্রথম রাজার নাম কী?
উত্তর: ধর্মাদীপ্ত।

১৬. প্রশ্ন: বঙ্গ রাজ্যের দ্বিতীয় রাজার নাম কী?
উত্তর: দ্বাদশাদীপ্ত।

১৭. প্রশ্ন: বঙ্গ রাজ্যের তৃতীয় রাজার নাম কী?
উত্তর: সুধন্যাদীপ্ত।

১৮. প্রশ্ন: বঙ্গ রাজ্যের চতুর্থ রাজার নাম কী?
উত্তর: গোপচন্দ্র।

১৯. প্রশ্ন: বঙ্গ রাজ্যের পঞ্চম রাজার নাম কী?
উত্তর: সমাচার দেব।

২০. প্রশ্ন: বঙ্গ রাজ্যের পাঁচজন রাজার নাম কী?
উত্তর: ধর্মাদীপ্ত, দ্বাদশাদীপ্ত, সুধন্যাদীপ্ত, গোপচন্দ্র ও সমাচার দেব।

-----------o----------

❋ পুন্ড্র জনপদ

২১. প্রশ্ন: পুন্ড্র শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: পুন্ড্র শব্দের অর্থ আখ বা ইক্ষু।

২২. প্রশ্ন: প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে অন্যতম কোনটি?
উত্তর: পুন্ড্র প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে অন্যতম।

২৩. প্রশ্ন: কোন জনগোষ্ঠী পুন্ড্র জনপদ গড়ে তুলেছিল বলে ধারণা করা হয়?
উত্তর: পুঞ্জ নামে একটি জনগোষ্ঠী পুন্ড্র জনপদ গড়ে তুলেছিল বলে ধারণা করা হয়।

২৪. প্রশ্ন: পুন্ড্র জনপদ কোন কোন এলাকা নিয়ে গঠিত হয়েছিল?
উত্তর: বর্তমান বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর এলাকা নিয়ে পুন্ড্র জনপদ গঠিত হয়েছিল।

২৫. প্রশ্ন: পুন্ড্র জনপদের রাজধানীর নাম কী ছিল?
উত্তর: পুন্ড্রনগর।

২৬. প্রশ্ন: পুন্ড্রনগরের পরবর্তীকালের নাম কী?
উত্তর: মহাস্থানগড়।

২৭. প্রশ্ন: মহাস্থানগড় কীসের ধ্বংসাবশেষ বলে পন্ডিতেরা মনে করেন?
উত্তর: মহাস্থানগড় প্রাচীন পুন্ড্রনগরের ধ্বংসাবশেষ বলে পন্ডিতেরা মনে করেন।

২৮. প্রশ্ন: প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক দিয়ে প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরসভ্যতা কোনটি ছিল?
উত্তর: পুন্ড্র ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরসভ্যতা।

২৯. প্রশ্ন: পুন্ড্র জনপদ কীসের দিক দিয়ে সবচেয়ে সমৃদ্ধ ছিল?
উত্তর: প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক দিয়ে পুন্ড্র সবচেয়ে সমৃদ্ধ ছিল।

৩০. প্রশ্ন: পুন্ড্র জনপদে কী ধরনের লিপি পাওয়া যায়?
উত্তর: পাথরের চাকতিতে খোদাই করা লিপি পাওয়া যায়।

৩১. প্রশ্ন: পুন্ড্র জনপদে পাওয়া লিপিটির নাম কী?
উত্তর: মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপি।

৩২. প্রশ্ন: মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপি কোথায় পাওয়া গেছে?
উত্তর: পুন্ড্র জনপদে পাথরের চাকতিতে খোদাই করা অবস্থায় মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপি পাওয়া গেছে।

৩৩. প্রশ্ন: বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাচীনতম শিলালিপি কোনটি বলে ধারণা করা হয়?
উত্তর: মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপিকে বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাচীনতম শিলালিপি বলে ধারণা করা হয়।

৩৪. প্রশ্ন: মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপি কীসে খোদাই করা ছিল?
উত্তর: পাথরের চাকতিতে খোদাই করা ছিল।

৩৫. প্রশ্ন: পুণ্ড্র জনপদের রাজধানী পুণ্ড্রনগরের বর্তমান নাম কী?
উত্তর: মহাস্থানগড়।

---------o---------

❈ হরিকেল জনপদ

১. প্রশ্ন: হরিকেল নামে স্বতন্ত্র জনপদটি কোন সময় থেকে কোন সময় পর্যন্ত ছিল?
উত্তর: সপ্তম ও অষ্টম শতক হতে দশম ও একাদশ শতক পর্যন্ত।

২. প্রশ্ন: হরিকেল নামে স্বতন্ত্র জনপদের কথা কারা বর্ণনা করেছেন?
উত্তর: কোনো কোনো লেখক হরিকেল নামে স্বতন্ত্র জনপদের কথা বর্ণনা করেছেন।

৩. প্রশ্ন: হরিকেল জনপদের অবস্থান কোথায় ছিল?
উত্তর: বাংলার পূর্ব প্রান্তে হরিকেল জনপদের অবস্থান ছিল।

৪. প্রশ্ন: আধুনিক কোন অঞ্চল থেকে কোন অঞ্চল পর্যন্ত হরিকেল বিস্তৃত ছিল বলে মনে করা হয়?
উত্তর: আধুনিক সিলেট থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত হরিকেল বিস্তৃত ছিল বলে মনে করা হয়।

-----------o----------

❈ সমতট জনপদ

৫. প্রশ্ন: বঙ্গের পাশাপাশি কোন জনপদের অবস্থান ছিল?
উত্তর: সমতটের অবস্থান ছিল।

৬. প্রশ্ন: সমতট বাংলার কোন অঞ্চলে অবস্থিত ছিল?
উত্তর: পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় সমতট অবস্থিত ছিল।

৭. প্রশ্ন: সমতটের রাজধানীর নাম কী ছিল?
উত্তর: বড় কামতা।

৮. প্রশ্ন: দেবপর্বত কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ে দেবপর্বত অবস্থিত।

৯. প্রশ্ন: সমতটের পশ্চিম সীমা কোথা থেকে শুরু হয়েছিল?
উত্তর: গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব তীর থেকে সমতটের পশ্চিম সীমা শুরু হয়েছিল।

১০. প্রশ্ন: সমতটের বিস্তৃতি কোথা পর্যন্ত ছিল?
উত্তর: গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব তীর থেকে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রকূলবর্তী এলাকায় সমতট বিস্তৃত ছিল।

১১. প্রশ্ন: বর্তমান ভারতের কোন প্রাচীন অংশ সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
উত্তর: বর্তমান ভারতের ত্রিপুরার প্রাচীন অংশ সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১২. প্রশ্ন: কুমিল্লার কোথায় কয়েকটি প্রাচীন নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে?
উত্তর: কুমিল্লার ময়নামতিতে কয়েকটি প্রাচীন নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে।

১৩. প্রশ্ন: ময়নামতিতে পাওয়া প্রাচীন নিদর্শনগুলোর অন্যতম কোনটি?
উত্তর: শালবন বিহার।

১৪. প্রশ্ন: শালবন বিহার কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: কুমিল্লার ময়নামতিতে শালবন বিহার অবস্থিত।

১৫. প্রশ্ন: কেউ কেউ সমতটকে কী মনে করেন?
উত্তর: কেউ কেউ সমতটকে বর্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম মনে করেন।

-----------o----------

❋ বরেন্দ্র জনপদ

১৬. প্রশ্ন: বরেন্দ্র জনপদকে আর কী কী নামে অভিহিত করা হয়?
উত্তর: বরেন্দ্রী, বরেন্দ্র ও বরেন্দ্রভূমি নামে অভিহিত করা হয়।

১৭. প্রশ্ন: বরেন্দ্র কোন অঞ্চলের জনপদ ছিল?
উত্তর: বরেন্দ্র উত্তরবঙ্গের একটি জনপদ ছিল।

১৮. প্রশ্ন: বরেন্দ্র জনপদের অবস্থান কোথায় ছিল বলে অনুমান করা হয়?
উত্তর: পুঞ্জের একটি অংশ জুড়ে বরেন্দ্রর অবস্থান ছিল বলে অনুমান করা হয়।

১৯. প্রশ্ন: বরেন্দ্র কোন জনপদের একটি অংশ জুড়ে গড়ে উঠেছিল বলে অনুমান করা হয়?
উত্তর: পুঞ্জের একটি অংশ জুড়ে বরেন্দ্র গড়ে উঠেছিল বলে অনুমান করা হয়।

২০. প্রশ্ন: কোন কোন জেলার অনেক এলাকা বরেন্দ্রর অন্তর্ভুক্ত ছিল?
উত্তর: বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার অনেক এলাকা বরেন্দ্রর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২১. প্রশ্ন: সম্ভবত কোন জেলা জুড়ে বরেন্দ্র বিস্তৃত ছিল?
উত্তর: সম্ভবত পাবনা জেলা জুড়ে বরেন্দ্র বিস্তৃত ছিল।

-----------o----------

❋ তাম্রলিপ্ত জনপদ

২২. প্রশ্ন: হরিকেলের দক্ষিণে কোন জনপদ অবস্থিত ছিল?
উত্তর: তাম্রলিপ্তি জনপদ।

২৩. প্রশ্ন: বর্তমান কোন স্থান তাম্রলিপ্তের প্রাণকেন্দ্র ছিল?
উত্তর: বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তমলুক তাম্রলিপ্তের প্রাণকেন্দ্র ছিল।

২৪. প্রশ্ন: তাম্রলিপ্তের প্রাণকেন্দ্র কোথায় ছিল?
উত্তর: মেদিনীপুর জেলার তমলুকে।

২৫. প্রশ্ন: তাম্রলিপ্ত সপ্তম শতক থেকে কী নামে পরিচিত হতে থাকে?
উত্তর: সপ্তম শতক থেকে তাম্রলিপ্ত দন্ডভুক্তি নামে পরিচিত হতে থাকে।

২৬. প্রশ্ন: তাম্রলিপ্ত কোন জনপদের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল?
উত্তর: হরিকেল জনপদের দক্ষিণে।

❋ চন্দ্রদ্বীপ জনপদ

২৭. প্রশ্ন: প্রাচীন বাংলার একটি ক্ষুদ্র জনপদের নাম কী?
উত্তর: চন্দ্রদ্বীপ।

২৮. প্রশ্ন: চন্দ্রদ্বীপের মূল ভূখণ্ড ও প্রাণকেন্দ্র কোন জেলা ছিল?
উত্তর: বর্তমান বরিশাল জেলা।

২৯. প্রশ্ন: চন্দ্রদ্বীপের মূল ভূখণ্ড কোথায় ছিল?
উত্তর: বর্তমান বরিশাল জেলায়।

৩০. প্রশ্ন: চন্দ্রদ্বীপ কোন দুটি নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল?
উত্তর: বালেশ্বর ও মেঘনার মধ্যবর্তী স্থানে।

-----------o----------

❋ প্রাচীন বাংলার জনপদ ও রাজনৈতিক অবস্থা

৩১. প্রশ্ন: প্রাচীন বাংলার জনপদ থেকে কী সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়?
উত্তর: প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক অবয়ব, সীমারেখা ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

৩২. প্রশ্ন: কারা একাধিক জনপদের শাসন ক্ষমতা লাভ করতেন?
উত্তর: শক্তিশালী শাসকগণ একাধিক জনপদের শাসন ক্ষমতা লাভ করতেন।

৩৩. প্রশ্ন: শক্তিশালী শাসকগণ কী বিস্তারের মাধ্যমে একাধিক জনপদ শাসন করতেন?
উত্তর: আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে।

৩৪. প্রশ্ন: প্রাচীন বাংলায় রাজনৈতিক ঐক্য না থাকার ফলে কী ছিল?
উত্তর: প্রাচীন বাংলায় বিভিন্ন পৃথক জনপদ বিদ্যমান ছিল এবং শক্তিশালী শাসকেরা আধিপত্য বিস্তার করে একাধিক জনপদ শাসন করতেন।

---------o---------